"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের প্রথম প্রথম পাঠ হলো - আমি আত্মা, শরীর নই, আত্ম - অভিমানী হয়ে থাকো, তাহলে বাবার স্মরণ থাকবে"

***প্রশ্নঃ -** বাচ্চারা, তোমাদের কাছে কোন্ গুপ্ত সম্পদ আছে, যা অন্য মানুষদের কাছে নেই ?*

***উত্তরঃ -** তোমাদের ভগবান বাবা পড়ান, সেই পড়ার জন্য খুশীর গুপ্ত আনন্দ তোমাদের কাছেই আছে । তোমরা জানো যে, আমরা যা পড়ছি, তা ভবিষ্যৎ অমরলোকের জন্য, নাকি এই মৃত্যুলোকের জন্য ? বাবা বলেন যে, ভোরবেলা উঠে ঘুরে বেড়াও, শুধু প্রথম প্রথম এই পাঠ স্মরণ করো, তাহলে খুশীর সম্পদ জমা হতে থাকবে ।*

ওম্ শান্তি । বাবা বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করেন -- বাচ্চারা, তোমরা আত্ম - অভিমানী হয়ে বসেছো তো ? নিজেকে আত্মা মনে করে বসেছো ? আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পরমাত্মা বাবা পড়াচ্ছেন, বাচ্চাদের এই স্মৃতি এসেছে যে, আমরা দেহ নই, আত্মা । বাচ্চাদের দেহী অভিমানী বানানোর জন্যই পরিশ্রম করতে হয় । বাচ্চারা আত্ম - অভিমানী থাকতে পারে না । তারা বারে বারে দেহ বোধে এসে যায় তাই বাবা জিজ্ঞাসা করছেন -- আত্ম অভিমানী হয়ে থাকো কি ? আত্ম - অভিমানী হলে বাবার স্মরণ আসবে, আর দেহ বোধে থাকলে লৌকিক সম্বন্ধ স্মরণে আসবে । প্রথম প্রথম এই শব্দ স্মরণে রাখতে হবে যে, আমি আত্মা । আমি আত্মার মধ্যেই ৮৪ জন্মের পার্ট লিপিবদ্ধ আছে । এই কথা পাকা করতে হবে । আমি হলাম আত্মা । অর্ধেক কল্প তোমরা দেহ অভিমানী থেকেছো । এখন কেবল এই সঙ্গম যুগেই বাচ্চাদের আত্ম অভিমানী বানানো হয় । নিজেকে দেহ মনে করলে বাবাকে স্মরণে আসবে না, তাই প্রথম প্রথম এই পাঠ দৃঢ় করে নাও - আমি আত্মা অসীম জগতের পিতার সন্তান । দেহের বাবাকে স্মরণ করার কথা কখনো মনে করাতে হয় না । বাবা এখন বলেন, আমি তোমাদের পারলৌকিক বাবা, তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আত্ম অভিমানী হও । দেহী অভিমানী হলে দেহের সম্বন্ধ স্মরণে আসবে, নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো, এই হলো পরিশ্রমের । একথা কে বোঝাচ্ছেন, আমাদের আত্মাদের বাবা, যাঁকে সবাই স্মরণ করে, বাবা এসো, তুমি এসে আমাদের এই দুঃখ থেকে উদ্ধার করো । বাচ্চারা জানে যে, এই পড়ার দ্বারা আমরা ভবিষ্যতে উঁচু পদ পাই । এখন তোমরা পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে আছো । এখন এই মৃত্যুলোকে একদম থাকবে না । আমাদের এই পড়া ভবিষ্যৎ ২১ জন্মের জন্য । আমরা সত্যযুগ অমরলোকের জন্য পড়ছি । অমর বাবা আমাদের জ্ঞান শোনাচ্ছেন, তাহলে এখানে যখন বসো তখন প্রথম - প্রথম নিজেকে আত্মা মনে করে বাবার স্মরণে থাকতে হবে, তাহলেই বিকর্ম বিনাশ হবে । আমরা এখন সঙ্গমযুগে আছি । বাবা আমাদের পুরুষোত্তম বানাচ্ছেন । তিনি বলেন যে, আমাকে স্মরণ করো, তাহলেই তোমরা পুরুষোত্তম হয়ে যাবে । আমি এসেছি তোমাদের মানুষ থেকে দেবতা বানানোর জন্য । সত্যযুগে তোমরা দেবতা ছিলে, এখন জানো যে, তোমরা কিভাবে সিঁড়িতে নেমে এসেছো । আমাদের আত্মার মধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট লিপিবদ্ধ আছে । দুনিয়ার কেউই জানে না যে, ওই ভক্তি মার্গ আলাদা আর এই জ্ঞান মার্গ আলাদা । যেই আত্মাদের বাবা পড়ান, তারা জানে, আর কেউই জানে না । এ হলো ভবিষ্যতের জন্য গুপ্ত সম্পদ । তোমরা তো এই পড়া পড়ো অমরলোকের জন্য, নাকি মৃত্যুলোকের জন্য ? বাবা এখন বলছেন, ভোরবেলা উঠে তোমরা ঘুরে বেড়াও, কিন্তু প্রথম এই শব্দই স্মরণ করো যে, আমি শরীর নই, আমি আত্মা । আমার আত্মিক বাবা আমাকে পড়ান । এই দুঃখের দুনিয়া এখন পরিবর্তন হয়ে যাবে । সত্যযুগ হলো সুখের দুনিয়া, তোমাদের বুদ্ধিতে এই সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে । এ হলো আত্মাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান । বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, তিনি আমাদের আধ্যাত্মিক পিতা । আর লৌকিক পিতা হলো দেহের বাবা । বাকি তো সবাই দেহের সম্বন্ধী । এখন এই দেহের সম্বন্ধ ত্যাগ করে একের সঙ্গে জুড়তে হবে । এমন গাওয়াও হয় যে, আমার তো এক, দ্বিতীয় আর কেউই নেই । আমরা এক বাবাকেই স্মরণ করি । আমরা দেহকেও স্মরণ করি না । এই পুরানো দেহ তো ত্যাগ করতে হবে । এই জ্ঞানও তোমরাই পাও । এই শরীর কিভাবে ত্যাগ করতে হবে । স্মরণ করতে করতেই শরীর ত্যাগ করতে হবে, তাই বাবা বলেন - তোমরা দেহী অভিমানী হও । নিজের ভিতরে বার বার গুলতে থাকো - বাবা, বীজ আর ঝাড়কে স্মরণ করতে হবে । শাস্ত্রে এই কল্প বৃক্ষের বৃত্তান্ত আছে ।

বাচ্চারা এ কথাও জানে যে, জ্ঞানের সাগর বাবা আমাদের পড়ান । আমাদের কোনো মনুষ্য পড়ায় না । এই কথা মনে দৃঢ় করে নিতে হবে । পড়তে তো হবেই, তাই না । সত্যযুগেও দেহধারীই পড়ান । ইনি কিন্তু দেহধারী নন । ইনি বলেন, আমি পুরানো দেহের আধার নিয়ে তোমাদের পড়াই । কল্প - কল্প আমি তোমাদের এমনভাবে পড়াই । আবার পরের কল্পে

এইভাবেই পড়াবো । এখন তোমরা যদি আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে, আমিই হলাম পতিত পাবন । আমাকেই সর্বশক্তিমান বলা হয় । মায়াও কিন্তু কম নয়, সেও শক্তিমান, কোথা থেকে নামিয়ে দিয়েছে । এখন তো তোমরা মনে করতে পারো, তাই না । ৮৪ চক্রেরও মহিমা আছে । এ হলো মনুষ্যেরই কথা । অনেকেই জিজ্ঞাসা করে, পশুদের কি হবে ? আরে এখানে জানোয়ারদের কথা নেই । বাচ্চাদের সঙ্গে বাবাই কথা বলেন, এছাড়া বাইরের লোকেরা তো বাবাকে জানেই না, তাহলে কি কথা বলবে ? কেউ কেউ বলে, আমরা বাবার সঙ্গে দেখা করতে চাই, এখন তারা তো কিছুই জানে না, খালি বসে উল্টোপাল্টা প্রশ্ন করবে । সাতদিন কোর্স করার পরেও কিছুই বুঝতে পারে না যে, বাবা আমাদের অসীম জগতের পিতা । যারা পুরানো ভক্ত, যারা অনেক ভক্তি করে এসেছে, তাদের বুদ্ধিতে তো এই জ্ঞানের সব কথা বসে যায় । কম ভক্তি করে এলে বুদ্ধিতে এই কথা কম বসবে । তোমরাই সবথেকে বেশী পুরানো ভক্ত । এমন মহিমাও আছে যে, ভগবান ভক্তির ফল দিতেই আসেন, কিন্তু কেউ এই কথা জানেই না । জ্ঞান মার্গ আর ভক্তি মার্গ সম্পূর্ণ আলাদা । সম্পূর্ণ দুনিয়া ভক্তি মার্গে আছে । কোটিতে কয়েকজন এসে এই পড়া পড়ে । এই জ্ঞান তো খুব মিষ্টিভাবেই বোঝানো হয় । ৮৪ জন্মের চক্র তো মানুষই জানবে, তাই না । তোমরা তো আগে কিছুই জানতে না, শিবকেও জানতে না । শিবের তো কতো মন্দির আছে । মানুষ শিবের পুজো করে, জল ঢালে, শিবায় নমঃ বলে, অথচ কেন পুজো করে, কিছুই জানে না । লক্ষ্মী - নারায়ণের পুজো কেন করে, তাঁরা কোথায় গেলো, কিছুই জানে না । ভারতবাসীরাই এমন, যারা নিজেদের পূজ্যকে একদমই জানে না । খৃস্টানরা জানে যে ক্রাইস্ট অমুক সংবতে এসেছিলেন, তিনি এসে সেই ধর্মের স্থাপনা করেছিলেন । শিববাবাকে কেউই জানে না । পতিত পাবনও শিবকেই বলা হয় । তিনিই তো উঁচুর থেকেও উঁচু, তাই না । সবথেকে বেশী সেবা তাঁরই করে । তিনি সর্বের সদগতিদাতা । তিনি দেখো, কিভাবে তোমাদের পড়ান । মানুষ বাবাকে ডাকেও যে, এসে আমাদের পবিত্র বানাও । মানুষ মন্দিরে কতো পুজো করে, কতো ধুমধাম করে খরচ করে । শ্রীনাথের মন্দিরে, জগন্নাথের মন্দিরে গিয়ে দেখো । তাঁরা তো সেই একই । জগন্নাথের (জগৎনাথ) কাছে চালের হাঁড়ি চড়ানো হয় । শ্রীনাথের ওখানেও অনেক জিনিস তৈরী করা হয় । তফাৎ হয় কেন ? কারণ তো চাই, তাই না । শ্রীনাথকেও কালো আবার জগন্নাথকেও কালো করে দিয়েছে । এর কারণ তো কিছুই বোঝে না । জগৎ - নাথ লক্ষ্মী নারায়ণকেই বলা হবে নাকি রাধাকৃষ্ণকে ? রাধাকৃষ্ণ আর লক্ষ্মী নারায়ণের সম্বন্ধ কি, একথাও কেউ জানে না । বাচ্চারা, এখন তোমরা জানতে পেরেছো যে, আমরাই পূজ্য দেবতা ছিলাম তারপর পূজারী হয়েছি । চক্র লাগিয়েছি । এখন আবার দেবতা হওয়ার জন্য আমরা পড়ছি । আমাদের কোনো মানুষ পড়ায় না । এ হলো ভগবান উবাচঃ । ভগবানকেই জ্ঞান সাগর বলা হয় । এখানে তো ভক্তির সাগর অনেক আছে যারা জ্ঞান সাগর বাবাকেই স্মরণ করে । তোমরা পতিত হয়েছিলে, আবার তোমাদের অবশ্যই পাবন হতে হবে । এ হলো পতিত দুনিয়া । এ স্বর্গ নয় । বৈকুন্ঠ কোথায়, সে কথা কেউই জানে না । মানুষ মারা গেলে বলে, বৈকুন্ঠে গিয়েছে । তাহলে তোমরা নরকের ভোজন ইত্যাদি তাদের কেন খাওয়াও । সত্যযুগে তো অনেক ফল - ফুল ইত্যাদি হয় । এখানে কি আছে ? এ হলো নরক ! তোমরা এখন জানো যে, বাবার দ্বারা আমরা স্বর্গবাসী হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি । আমাদের পতিত থেকে পবিত্র হতে হবে । বাবা তো যুক্তি বলেই দিয়েছেন --- কল্প - কল্প বাবাই যুক্তি বলে দেন । আমাকে স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে । তোমরা এখন জানো যে, আমরা পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে আছি । তোমরাই বলো যে, বাবা আমরা পাঁচ হাজার বছর পূর্বে এমন হয়েছিলাম । তোমরাই জানো যে, আমরা কল্প কল্প এই অমরকথা বাবার কাছ থেকে শুনি । শিববাবাই হলেন অমরনাথ । বাকি এমন নয় যে, তিনি পার্বতীকে বসে অমরকথা শোনান । সে হলো ভক্তি । জ্ঞান আর ভক্তিকে তোমরাই বুঝেছো । ব্রাহ্মণদের দিন আর ব্রাহ্মণদের রাত । বাবা বোঝান যে, তোমরাই তো হলে ব্রাহ্মণ, তাই না । আদিদেব তো ব্রাহ্মণই ছিলেন । তাঁকে দেবতা বলা হবে না । মানুষ আদিদেবের কাছেও যায়, দেবীদেরও কতো নাম আছে । তোমরা সার্ভিস করেছো, তাই তোমাদের এতো মহিমা, ভারত যে নির্বিকারী দুনিয়া ছিলো, তা আবার বিকারী দুনিয়া হয়ে যায় । এখন তো রাবণ রাজ্য, তাই না ।

সঙ্গমযুগে বাচ্চারা, তোমরা এখন পুরুষার্থী হও, তোমাদের উপর অবিনাশী বৃহস্পতির দশা হয়, তখনই তোমরা অমরপুরীর মালিক হয়ে যাও । বাবা তোমাদের পড়াচ্ছেন, মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার জন্য । স্বর্গের মালিক হওয়াকে বৃহস্পতির দশা বলা হয় । তোমরা তো অবশ্যই স্বর্গ, অমরপুরীতে যাবে । বাকি পড়াতে দশা উপর - নীচ হতে থাকে । স্মরণ করতেই ভুলে যায় । বাবা বলেছেন - আমাকে স্মরণ করো । গীতাতেও ভগবান উবাচঃ আছে - কাম মহাশত্রু । ওরা পড়ে কিন্তু বিকার জয় করতেই পারে না । ভগবান কবে বলেছিলেন ? পাঁচ হাজার বছর হয়ে গেছে । ভগবান এখন আবার বলছেন - কাম হলো মহাশত্রু, একে জয় করতে হবে । এ তোমাদের আদি - মধ্য এবং অন্ত দুঃখ দেয় । মুখ্য হলো কামের কথা, এতেই পতিত বলা হয় । এখন তোমরা জানতে পেরেছো, এই চক্র ঘুরতে থাকে । আমরা পতিত হই, তারপর ড্রামা অনুসারে বাবা এসে আমাদের পাবন বানান । বাবা বার বার বলেন, প্রথম - প্রথম অল্ফ-কে (আল্লাহ) স্মরণ করো, শ্রীমতে চলতে পারলেই তোমরা শ্রেষ্ঠ হতে পারবে । এও তোমরাই বুঝতে পারো যে, আমরা প্রথমে শ্রেষ্ঠ ছিলাম, তারপর

ভ্রষ্ট হয়েছি । এখন আবার শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি । আমাদের দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে । কাউকেও দুঃখ দেবে না । সবাইকে পথ বলতে থাকো যে, বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো তাহলেই পাপ মুক্ত হবে । পতিত পাবন তো তোমরা আমাকেই বলো, তাই না । এ কথা কেউই জানে না যে, পতিত পাবন কিভাবে এসে পাবন বানান । পূর্ব কল্পেও বাবা বলেছিলেন যে, মামেকম (আমাকে) স্মরণ করো । এ হলো যোগ অগ্নি, যাতে পাপ দগ্ধ হয় । খাদ মুক্ত হলে আত্মা পবিত্র হয়ে যায় । খাদ তো সোনাতেই দেওয়া হয় । তখন গয়নাও তেমনই তৈরী হয় । বাচ্চারা, বাবা এখন তোমাদের বুঝিয়েছেন, আত্মায় কিভাবে খাদ পড়েছে, তাকে এখন দূর করতে হবে । এই ড্রামাতে বাবারও পার্ট আছে, তাই তিনি এসে তোমাদের দেহী - অভিমানী বানান । তোমাদের তো পবিত্রও হতে হবে । তোমরা জানো যে, সত্যযুগে আমরা বৈষ্ণব ছিলাম । সেখানে পবিত্র গৃহস্থ আশ্রম ছিলো । এখন আমরা পবিত্র হয়ে বিষ্ণুপুরীর মালিক হই । তোমরা ডবল বৈষ্ণব হও । প্রকৃত বৈষ্ণব হলে তোমরাই । ওরা হলো বৈষ্ণব ধর্মের বিকারী । তোমরা হলে বৈষ্ণব ধর্মের নির্বিকারী । এখন তোমরা তো এক বাবাকেই স্মরণ করো আর বাবার মধ্যে যে জ্ঞান আছে তা তোমরা ধারণ করো । তোমরা রাজার রাজা হও । ওরা রাজা হয় অল্পকালের জন্য অর্থাৎ এক জন্মের জন্য । তোমাদের রাজত্ব হলো ২১ জন্মের জন্য অর্থাৎ তোমরা সম্পূর্ণ এজ রাজত্ব করো । ওখানে কখনোই অকালে মৃত্যু হবে না । তোমরাই কালকে জয় করো । সময় যখন হবে তখন বুঝতে পারো যে, এখন এই পুরানো খোলস ত্যাগ করে নতুন নিতে হবে । তোমাদের সাক্ষাৎকার হবে । খুশীর বাজনা বাজতে থাকবে । তমোপ্রধান শরীর ত্যাগ করে সতোপ্রধান শরীর ধারণ করা, এ তো খুশীর কথা । ওখানে এভারেজ ১৫০ বছর আয়ু হয় । এখানে অকালে মৃত্যু হতেই থাকে কারণ মানুষ ভোগী । যেই বাচ্চাদের যথার্থ যোগ হয়, তাদের সমস্ত কর্মেন্দ্রিয় যোগবলের দ্বারা বশে থাকবে । সম্পূর্ণ যোগে থাকলে কর্মেন্দ্রিয় শীতল হয়ে যায় । সত্যযুগে তোমাদের কোনো কর্মেন্দ্রিয়ই ধোকা দেয় না, ওখানে কখনো এমন বলবেই না যে কর্মেন্দ্রিয় বশে নেই । তোমরা অনেক উঁচু পদ পাও । একে বলা হয় বৃহস্পতির অবিনাশী দশা । বৃক্ষপতি, মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ হলেন বাবা । বীজ তো উপরে থাকে, তাই তাঁকে অবশ্যই উপরে স্মরণ করা হয় । আত্মা তার বাবাকে স্মরণ করে বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, অসীম জগতের পিতা আমাদের পড়ান, তিনি একবারই এই অমরকথা শোনাতে আসেন । অমরকথাই বলো বা সত্যনারায়ণের কথাই বলো, ওই কথার অর্থও মানুষ বুঝতে পারে না । সত্যনারায়ণের কথায় নর থেকে নারায়ণ হয় । অমরকথায় তোমরা অমর হও । বাবা প্রতিটি কথা পরিস্কার করে বোঝান । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) যোগবলের দ্বারা নিজের সর্ব কর্মেন্দ্রিয় বশীভূত করতে হবে । এক বৃক্ষপতি বাবার স্মরণে থাকতে হবে । প্রকৃত বৈষ্ণব অর্থাৎ পবিত্র হতে হবে ।

২) ভোরবেলা উঠে প্রকৃত পাঠ পাকা করতে হবে যে, আমি শরীর নই, আত্মা । আমার আত্মিক পিতা আমাকে পড়ান, এই দুঃখের দুনিয়ার এখন পরিবর্তন হয়ে যাবে -- বুদ্ধিতে যেন এই সম্পূর্ণ জ্ঞানের মন্থন হতে থাকে ।

বরদানঃ- নিজের প্রতি ' ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা' হয়ে বাবা সম অখণ্ড দানী, পরোপকারী ভব*

ব্রহ্মা বাবা যেমন নিজের সময়ও সেবাতে দিয়েছিলেন, স্বয়ং নির্মান হয়ে বাচ্চাদের মান দিয়েছিলেন, কর্মের নাম প্রাপ্তির ইচ্ছাকেও ত্যাগ করেছিলেন । নাম, মান - সম্মান সবেতেই পরোপকারী হয়েছিলেন, নিজের নামের আকাঙ্খা ত্যাগ করে অন্যের নাম করেছিলেন, নিজেকে সর্বদা সেবাধারী করে রেখেছিলেন, বাচ্চাদের মালিক বানিয়েছিলেন । বাচ্চাদের সুখের মধ্যেই নিজের সুখের অনুভব করতেন । এমনই বাবার সমান 'ইচ্ছা মাত্রম অবিদ্যা' অর্থাৎ মস্ত ফকির হয়ে অখণ্ডদানী, পরোপকারী হও, তাহলেই বিশ্ব কল্যাণের কার্যে তীব্রগতি এসে যাবে । কেস আর গালগল্প সমাপ্ত হয়ে যাবে ।

স্লোগানঃ- জ্ঞান, গুণ এবং ধারণায় সিন্ধু হও, স্মৃতিতে বিন্দু হও ।*